যুগান্তর

তারিখ 12 DEC 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৪.....

রিফাত আফরোজ ও তানজীবা চৌধুরী

শতভাগ পাস, না মেধার মূল্যায়ন?

মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র একই জেলার ভিন্ন উপজেলায় পাঠানো হয় এবং উত্তরপত্র যাচাই করার জন্য ৪ থেকে ৫ দিন সময় দেয়া হয়। শিক্ষকরা উত্তরপত্র বাড়িতে নেবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় জেলা পর্যায় থেকে। শিক্ষকরা বলেন, প্রতিদিন প্রায় ৪০টি করে উত্তরপত্র যাচাই করে ফলাফল ফার্স্ট শিটে তুলতে হয় যা বেশ কষ্টকর। তবে শিক্ষা অফিসাররা বলেন, পুরো প্রক্রিয়াটি নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে 'মার্কার ট্রেনিং' দেয়া হয়, সাব ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ে আলোচনা করা হয় এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষকদের আলাদা রুমে নিয়ে ব্রিফিং এবং মডেল উত্তরপত্র দেয়া হয় যেখানে গণিতের ক্ষেত্রে সমাধানসহ, কতটুকু শুদ্ধ হলে কত নম্বর দেয়া হবে, কোনটা কোন কালি দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি সব ধরনের নির্দেশনা দেয়া থাকে। প্রশিক্ষণের সময় কোনো ম্যানুয়েল দেয়া হয় না, উত্তরপত্রের সঙ্গে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) থেকে সরবরাহকৃত একটি ম্যানুয়েল 'মার্কিং স্কিম' দেয়া হয় সেখানে মার্কিং বিষয়ক সব নির্দেশনা বিশদভাবে লেখা থাকে। ম্যানুয়েলে উল্লেখ নেই এমন কিছু উদ্ভব হলে কেন্দ্রের শিক্ষকরা মিলে সমাধান করেন অথবা প্রধান পরীক্ষক বা উর্ধ্বতন কারও পরামর্শ নেন। সমাপনী শুরুর আগে পঞ্চম শ্রেণীতে বছরে তিনটি পরীক্ষা হতো এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতেন। এখন, জাতীয়ভাবে সমাপনী অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সবাইকে একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে যেটা 'ফেয়ার' বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু শতভাগ পাস করানো নিয়ে শিক্ষকদের ওপর এক ধরনের চাপ থাকে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। স্কুলে সবাই পাস না করলে শিক্ষা অফিস ধরে নেন শিক্ষকের অবহেলার কারণেই সবাই পাস করতে পারেনি। এজন্য কোনো আনুষ্ঠানিক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলেও শিক্ষককে জবাবদিহি করতে হয়। যেটাকে উনারা মর্যাদাহানিকর বলে মনে করছেন। মূল্যায়নের সময় সরাসরি শতভাগ পাস করানোর নির্দেশ দেয়া হয় কিনা জানতে চাইলে একজন পরীক্ষক বলেন, 'সরাসরি না বললেও বোঝা যায় যে ১০০% পাস করাতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'মার্কার ট্রেনিং'-এ মূল্যায়ন শিথিলভাবে করতে বলা হয়। যেমন— একজন শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষার্থী Oli লিখলে আপনি Oil বুঝতে পারলেই নম্বর।' আগে তিনটি বানান ভুল হলে ১ নম্বর কাটা যেত যা এখন মানা হয় না। উত্তরপত্র প্রতি ৬ টাকা করে বরাদ্দ। অথচ সময়ে ২০০টি উত্তরপত্র দেখার চাপও একেবারেই কম নয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে পঞ্চম শ্রেণী পাস করে শিক্ষার্থীরা গড়ে তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন করে। আবার পঞ্চম শ্রেণী পাস করার পরও এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী সাফল্যতা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং এ পর্যায়ে জাতীয়ভাবে একটি পরীক্ষা থাকলে শিক্ষার মান যাচাই করার সুযোগ হয় বলে শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা মনে করেন। অনেকেই বলেছেন, সমাপনী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি কমাচ্ছে। কিন্তু মূল্যায়ন শিথিল হওয়ার কারণে দুর্বল ছাত্ররা তাদের মেধা সম্পর্কে ভুল বার্তা পাচ্ছে। একজন শিক্ষক বলেন, পাস নম্বর পেলেই শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষা লাভ করবে এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে সবার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

সমাপনী পরীক্ষা হওয়া উচিত স্বচ্ছ ও মানসম্মত। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই কোনো ঘাটতি গোপন করা হলে সহজে তার প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থী যদি পড়ালেখা না করে বা কম করে ভালো ফল পায় তাহলে ভবিষ্যতে সে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবে এবং কম পড়ে ভালো ফল পাওয়ার আশা করবে। ফলশ্রুতিতে অসচেতন ও অলস প্রজন্ম তৈরি হওয়ার আশংকা বাড়বে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী যে পাবলিক পরীক্ষার কোনো নীতিগত বিধান নেই তাতে সময় ও অর্থ অপচয় না করে ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখছে তা দেখা খুবই জরুরি। শিক্ষাক্রমে যেসব প্রান্তিক যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী শেষে অর্জন করার কথা শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে সেগুলো অর্জন করতে পারছে কিনা দেখার জন্য শ্রেণীকক্ষে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন এবং পরীক্ষা নিতে হলে তা ভুল পর্যায়ে বা স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কৌশল হতে হবে যোগ্যতাভিত্তিক এবং মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হতে হবে শিশুর পারগতা নির্ণয়, সরকারের নয়। একদিকে শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে অন্যদিকে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় অনৈতিকতার স্পষ্ট উদাহরণ তৈরি করে শিশুর নৈতিকতা উন্নয়নের চেষ্টা পরস্পরবিরোধী এবং প্রবঞ্চনার শামিল।

রিফাত আফরোজ ও **তানজীবা চৌধুরী** : *শিক্ষা গবেষক*